গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
বাস্থবক শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mos.gov.bd

বিষয়: চিলাহাটি স্থলবন্দরের কার্যক্রম চালু সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: মোঃ মোস্তফা কামাল সিনিয়র সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
তারিখ ও সময়	: ১৭ অক্টোবর ২০২৩; সকাল : ১১.০০ ঘটিকা।
স্থান	: নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
উপস্থিতির তালিকা	: পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি সভাকে জানান যে, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ নিজস্ব আয়ে পরিচালিত একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে ২৪টি স্থলবন্দর ঘোষিত রয়েছে। বর্তমানে ১৫টি স্থলবন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম চালু রয়েছে। তিনটি স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। চিলাহাটি স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর নিকট তিনি জানতে চান।

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ জানান, স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে চিলাহাটি শুল্ক স্টেশনকে ২৮/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়। চিলাহাটি স্থলবন্দরটি নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলার সীমান্তে অবস্থিত। চিলাহাটি শুল্ক স্টেশনের বিপরীতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ী শুল্ক স্টেশন অবস্থিত। চিলাহাটি শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হলেও বাংলাদেশ-ভারত এর কোন অংশেই সড়ক রুটে শুল্ক স্টেশনের কার্যক্রম না থাকায় স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম এখনো গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে চিলাহাটি শুল্ক স্টেশনে রেল রুটের মাধ্যমে আমদানি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকে। আমদানি পণ্যের শুল্কায়ন কার্যক্রম চিলাহাটি সীমান্ত হতে প্রায় ০৭ কি. মি. অভ্যন্তরে পরিচালিত হয়ে থাকে।

সভাপতির অনুমতিক্রমে সদস্য (ট্রাফিক) পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে চিলাহাটি স্থলবন্দরের বর্তমান অবস্থা, সম্ভাবনা ও সমস্যা তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, ভৌগলিক অবস্থানের দিক থেকে চিলাহাটি বন্দরটি ভারত-নেপাল ও ভুটানের সাথে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময়। কিন্তু সড়ক পথে শুল্ক স্টেশনের কার্যক্রম চালু না থাকায় চিলাহাটি স্থলবন্দরের কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হয়নি। স্থল শুল্ক স্টেশন দিয়ে সড়কপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম চালুর লক্ষ্যে ভারতীয় অংশে হলদিবাড়ী স্থল শুল্ক স্টেশনের কার্যক্রম চালুর জন্য বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক সভায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষ-কে সম্মতকরণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ লক্ষ্যে গত ২১-২২ আগস্ট ২০২৩ তারিখ ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত Joint Group of Customs এর ১৪তম সভায় সড়করুটে হলদিবাড়ী শুল্ক স্টেশনের কার্যক্রম চালুর জন্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষ-কে অনুরোধ করা হয়। সড়করুটে হলদিবাড়ী শুল্ক স্টেশনের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো (অপর্যাপ্ত বাণিজ্য, অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা) উল্লেখপূর্বক হলদিবাড়ী স্থলবন্দর চালুর জন্য অধিকতর পর্যালোচনা করা প্রয়োজন মর্মে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ হতে জানানো হয়।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধি জানান, বর্তমানে রেলের মাধ্যমে চিলাহাটি শুল্ক স্টেশনের কার্যক্রম চালু রয়েছে। বর্তমানে চিলাহাটি শুল্ক স্টেশনে রেলের মাধ্যমে পাথর জাতীয় পণ্য আমদানি হয়ে থাকে। এ শুল্ক

স্টেশনের মাধ্যমে পণ্য রপ্তানি হয় না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গত ১৬/২/২০২২ খ্রিঃ তারিখের এস.আর.ও নং ৩৭-আইন/২০২২/৫৩/কাস্টমস্ গেজেট মূলে রেলরুটের পাশাপাশি সড়ক রুট ঘোষণাপূর্বক ভুটানের সাথে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে চিলাহাটি শুল্ক স্টেশনকে 'পোর্ট অব কল' ঘোষণা করা হয়েছে। তবে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ হলদিবাড়ী এলসিএস কে সড়ক রুট হিসেবে ঘোষণা করেনি।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, চিলাহাটি-হলদিবাড়ী রেল রুটে বহির্গমণাগমন যাত্রী পারাপার রয়েছে। তবে উক্ত রুটের ইমিগ্রেশন কার্যক্রম ঢাকায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। রেলের প্রতিনিধি জানান, চিলাহাটি বন্দরে মিতালী এক্সপ্রেস ট্রেনের মাধ্যমে আমদানি এবং প্রতিদিন প্রায় ২০০ জন যাত্রী পারাপার হচ্ছে।

সভাপতি বাণিজ্য সম্ভাবনা অর্থাৎ আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বিবেচনা করে যে কোন বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়নের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। সরকারি অর্থায়নে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে কতিপয় স্থলবন্দরের অবকাঠামো ইতোপূর্বে নির্মাণ করা হয়েছে যা বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক নয়। বর্তমানে চিলাহাটি-হলদিবাড়ী স্থলবন্দরের মাধ্যমে রেলপথে আমদানি কার্যক্রম চালু আছে। সড়কপথে বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালু নেই। এ বন্দরের মাধ্যমে চতুর্দেশীয় ভারত-নেপাল ও ভুটানের সাথে বাণিজ্য সম্ভাবনা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে উক্ত বন্দরটি চালু করার জন্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষ-কে সম্মত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। চিলাহাটি স্থলবন্দরে বাংলাদেশ-ভারত উভয় অংশে বর্তমান অবস্থা ও আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম পর্যালোচনা করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া চিলাহাটি স্থলবন্দরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করার পূর্বে তার সম্ভাব্যতা যাচাই করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ Feasibility Study ফার্ম নিয়োগ করে সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:

সিদ্ধান্ত :

১। চিলাহাটি স্থল শুল্ক স্টেশন দিয়ে সড়কপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম চালুর লক্ষ্যে ভারতীয় অংশে হলদিবাড়ি স্থল শুল্ক স্টেশনের কার্যক্রম চালুর জন্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষ-কে সম্মতকরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

২। চিলাহাটি স্থলবন্দরের বাংলাদেশ-ভারত উভয় অংশে বর্তমান অবস্থা, আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম পর্যালোচনা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করতে হবে।

৩। চিলাহাটি স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ Feasibility Study ফার্ম নিয়োগ করবে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৩/৩/২০২২

মোঃ মোস্তফা কামাল
সিনিয়র সচিব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

স্মারক নং- ১৮.০০.০০০০.০২৬.১৮.০০৬.১৬-৬১ তারিখ: ১৯ অক্টোবর, ২০২৩

বিতরণ (সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে):

১। চেয়ারম্যান,বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, এফ ১৯/এ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ।
২। জনাব সৈয়দ আহসান হাবিব, উপসচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, আব্দুল গনি রোড, ঢাকা।
৩। জনাব মো: মনোয়ার মোকাররম, পরিচালক, দক্ষিণ এশিয়া-১, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ।
৪। জনাব ওমর মবিন, দ্বিতীয় সচিব, কাস্টমস আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও চুক্তি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।
৫। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভার নোটিশ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৭। অতিরিক্ত সচিব (বন্দর) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। যুগ্মসচিব (বাস্থবক) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৯/১০/২৩

মোছা: নাজমুন নাহার
উপসচিব
বাস্থবক শাখা
ফোন নং:৫৫১০১০৪৭